জয় হিন্দ ! জয় হিন্দ !!

জংলা হাতীর

কবিতা

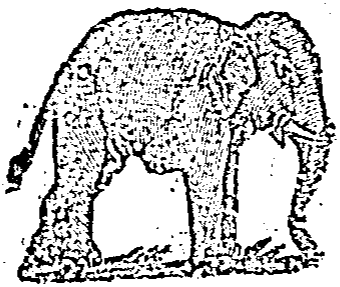

—রাইটার—

পল্লী কবি—আলাউদ্দিন খাঁ

No. 7017

রত্ন কবি—সফর উদ্দিন মিয়া

(কবি—শ্রীঅমর চাঁদ আচার্য্য)

গায়ক—মোঃ মকদ্দছ আলী

পোঃ শিলচর; জিলা কাছাড় (আসাম)

মূল্য—.২৫ পয়সা।

জংলা হাতী পাগল মতি প্রাণে বাঁচা দায়। তিন দিনে
বিয়ের কন্যা জংলা হাতী দেখতে পায়॥ কি বলি
দুঃখের কথা চক্ষে আসে পানি, জংলা হাতী দে
সবার ডরে কাঁপে প্রাণী, কাছাড় জিলা বড় বাউ
গড়ল কান্দি গ্রাম, পোঃ অফিস স্বাধীন বাজা
সবায় জানাইলাম। ফেকু হাজির বাড়ী হাতী ঢু
গ্রামে দেখতে পায়॥ ১৩৭৬ বাংলা জ্যৈষ্ঠ মা
ভাই, ১১ তারিখ মঙ্গলবারে জানিবেন সবাই।
শত লোক চলে হাতী তাড়াইতে। হাতীর নিকটে
না পারে যাইতে, গ্রামের ভিতর ঘোরা ফিরা
বাড়ী ভাঙ্গিতে চায়॥ লোকের ভিড় দেখিয়া
মাথা তুলে চায়, প্রাণের ভয়ে লোক জন
পলায়, সেথায় একজন মাহুত ছিল বলে
দিয়া, সর সর হাতী আমি ধরিব যাইয়া।
আলী নামটি তাহার হাতীর নিকটে যায়।
নিকটে গিয়া গালি দিয়া কয়, সঙ্গে ছিল যাহা
পাইল তারা ভয়, জংলা হাতীর গর্জন দেখে দৌ
যায়, ইস্কার আলী বাহাউদ্দিন হইল নিরু

সফিকুলে
টঙ্গি ঘরে
দেখতে প
পাইয়া
ঢুকল চকি
মাই উপা
দিয়া পেচা
ারে জমি
রে। গ্রা
বি আলা
ন্দন দেখে
বেশে কান্দি
রে শুনে ভা
নপ্রভু বিধা
য়. মায়ের

সফিকুলের বাহির বাড়ী ঢুকল তারা দুই জনায়॥ টঙ্গি ঘরের দরজা খুলে ছাপিয়া রহিল, হাতী তখন দেখতে পাইয়া সেই ঘর ভাঙ্গিল. ইস্কারআলী সুযোগ পাইয়া দৌড়াইয়া চলে. বাহাউদ্দিন বিপাক দেখে ঢুকল চকির তলে। বিধি বাম হয়ে গেল বাহাউদ্দিনের নাই উপায়॥ হাতী,শুড় ঢুকাইল ধরল গিয়া তারে শুড় দিয়া পেচাইল আনে বাহির করে, আছাড় মারে ফেলে তারে জমিনের উপরে, আবার তুলে আছাড় মারে খণ্ড ২ করে। গ্রামবাসী সকলে কান্দে, কান্দে গর্ভধনি মায়। কবি আলাউদ্দিন বলে মুখে নাইরে হাসি, মা জননীর কান্দন দেখে কান্দে পল্লীবাসী, আউলা কেশে পাগল বেশে কান্দিয়া লোটায়, বিলাপ শুরে মায়ে কান্দন করে শুনে ভাই সভায়। কোন ভাবে কার মরণ হবে জানেনপ্রভু বিধাতায় (বিলাপস্বর) ওকি হায় হায়রে কি হইল হায়, মায়ের রত্ন যাদুমণি হইল বিদায়, ওকি হায় হায়রে

আর, যখনে শুনিল মায়ে যাদুর মরণ বাণি। আউলা
পাগল বেশে চলিল তখনি। আর, কান্দিয়া কান্দি
মায়ে ছেলে দেখতে যায়। কত আছাড় খাইল প
বলা নাহি যায়॥ আর যখনেতে গেল মাতা ছেলে
কিনারায়। খণ্ড খণ্ড দেখতে পাইল ভূমিতে লোটায়
আর, মাথায় মারে কান্দন করে বলে উচ্চস্বরে কেম
মারিলে হাতী আমার যাদুরে॥ আর, এই বলিয়া
জননী কি কাজ করিল। হাতীর সামনে গিয়া
মরতে চাইল॥ আর, আহারে নিদারুণ হাতী কি
করিলে। একটি মায়ের একটি ছেলে কেমনে মারি
আর, মা জননীর দুঃখ দেখে পল্লীবাসী লোকে।
জল সব ছাড়িল মা জননীর শোকে॥ আর, যৌব
স্বামী হারা (প্রভু) আমারে করিলে। বৃদ্ধকাল
বাছা কোন দোষে মারিলে॥ আর, লালন পালন
আমি ভিক্ষা করি তারে। ভবিষ্যতের সুখের

ছিল
ছিল
দুশমনে
ভাই
ওকি
ভাই
নিয়া
কোথা
বিয়া
সুন্দরী
বাড়ী
ঘো
আ
তুলি
গিরিয়

ছিল মোর অন্তরে ॥ আর, বিয়া সাদি দিব বলে আশা ছিল মনে। কোথা হতে এসে তোমায় মারিল দুশমনে ॥ আর, বলে কবি সফরউদ্দিল কি লিখিব ভাই। মায়ের বিলাপ ছেড়ে এখন কবি ধরে গাই ॥ ওকি হায় হায়রে ॥ (কবিতা) ॥ তার পরে কি হইল ॥ ভাই সকল শুনেন দিয়া মন। বাহাউদ্দিনের লাশ নিয়া করিল দফন ॥ শুনেন হাতীর কথা ২ গেল কোথা ঘোরাফিরা করে। মনজিরআলী নতুন বধু আনছে বিয়া করে ॥ বিয়ার তিন দিন পরে ২ ছিল ঘরে পরমা সুন্দরী। সেদিন কন্যার ছিল তারিখ যাবে বাপের বাড়ী ॥ বধু সাজ করিল ২ বাহির হইল মাথায় ঘোমটা দিয়া। আর্জ্জাইলে দেখা দিল নিকটে আসিয়া ॥ হাতী সামনে পড়ে ২ ধরে তারে শুড়েতে তুলিয়া। কন্যার গায়ের চাদ্দর হাতীর চক্ষুতে গিরিয়া ॥ চাদ্দর ফেলিবারে ২ মাথা নাড়ে

কন্যা পরে দূরে। কন্যাকে ছাড়িয়া হাতী যাইতে ইচ্ছা করে॥ গেল একটু দূরে দেখে ফিরে কন্যা উঠতে চায় আবার এসে দারুণ হাতী দাঁত মারে তার গায়॥ কন্যা মারা গেল ২ হায় কি হল মনজির আলী মিয়া। হাতীর সামনে যায় হাতে অস্ত্র নিয়া॥ হইল পাগলের মত ২ লোক কত দৌড়াইয়া যায় বধুর লাশ দেখিয়া স্বামী বলছে হায়রে হায়। করে আহা জারি ২ দুঃখ ভারি কি বলিব ভাই। বাপের বাড়ী সংবাদ পাইয়া আসিল সবাই॥ সবে কান্দন করে ২ উচ্চস্বরে আউলা কেশে ভাই। নব বধুর ভইনে কান্দে বিলাপ স্বরে গাই॥ শুনেন (বিলাপ স্বরে॥) তিন দিনের লাগিয়া দিছলাম বিয়া গো কুকিলা॥ তিন দিনে শেষ হইলা খেলা কাদে আমার হিয়া গো কুকিলা॥ কত আশা ছিল মনে তোমার লাগিয়া জংলা হাতী আইল চলি তোমার বায়

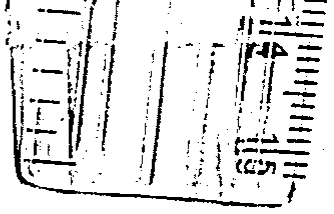

মারিয়া। এজগত হইল তোমার পড়ল আধার হইয়া॥ না করিলায় পতি সেবা স্বামী কি রতন, শ্বশুড় শ্বাশুড়ি সেবা ভক্তি দুই চরণ। ভাশুর ভাশুরি সেবা না চিনিলায় গিয়া॥ বিবাহের পুর্ব্বে তুমি স্বপনে দেখিয়া, ভাবিগণের কাছে বল প্রকাশ করিয়া। জংলা হাতী এসে তোমায় গিয়াছে মারিয়া॥ ভইনের শোকে ভইনে কান্দে হইয়া পাগল, পাড়া পরশি সবই কান্দে ভাই বন্ধু সকল। তার পরে কি লইল শুনেন মনও দিয়া॥ মণির মাষ্টার ইলাচ আলী ২জনে মিলিয়া সোনাই বাজার পোঃ অফিস গেলেন চলিয়া। টেলি ফোনে ডি-সি সাহেব হাতীর সংবাদ পাইয়া। জংলা হাতী আসছে গ্রামে রক্ষা নাই এবার ডি-সি সাহেব পাঠাইলা ডি-এফ আপনার। ছয়জন সিপাই সঙ্গেনিয়া গেলেনও চলিয়া। জংলা হাতির গায়ে সিপাই ৪ গুলি করিল, গুলি খাইয়া হাতী পাগল দুই চারি ঘর ভাঙ্গিল

২০ গুলি হাতীর গায়ে জমিনে পড়িল ॥ জমিনে পড়িল হাতী লোকের ভীড় তথায়, রাগন্তী হইয়া লোকে মারে হাতীর গায়। দুইজন মানুষ মারলে হাতী বিপাকে পাইয়া। ডি, এফ, সাহেব উজন মাপ আনিয়াছে ফিতা ৮ ফুট ৯ ইঞ্চি হাতীর উচ্চতা। উজন মাপ নিয়া সাহেব শিলচর যায় চলিয়া ॥ কয়েকজন নাগা পাঠান ট্রাক সঙ্গে দিয়া, হাড় মাংস খণ্ড করে শিলচরে যায় লইয়া ॥ কবি আলাউদ্দিন বলে ইতি দিলাম গাইয়া। গো কুকিলা ॥

পত্রের ঠিকানা—কবি আলাউদ্দিন খাঁ
কাছাড় বুক ষ্টল—লক্ষ্মীপুর রোড
পোঃ—শিলচর : জিলা কাছাড় (আসাম)